আদি-মধ্য বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ :- প্রেক্ষিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও তার গতিধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে এই বাংলা ভাষার উৎপত্তি আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে। সেই দশম থেকে দ্বাদশ শতকে সৃষ্টির কাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার নানাবিধ ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক ফেরবদল ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মেই। সময়-কালের নিরিখে বাংলা ভাষার সেইসমস্ত পরিবর্তনগুলিকে ভিত্তি করে ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই ভাষার স্তরবিন্যাস করেছেন এইভাবে :

ক. প্রাচীন বাংলা ভাষা (১০০০ - ১২০০ খ্রী: আনুমানিক)

খ. মধ্য বাংলা ভাষা (১৩৫০ - ১৮০০ খ্রী:)

গ. আধুনিক বাংলা ভাষা (১৮০০ খ্রী: - বর্তমানকাল পর্যন্ত)

এর মধ্যে দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত দুকী-আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলায় প্রামাণ্য ভাষাগত কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তাই ভাষাতত্ত্ববিদগণ একে বলেন বাংলা ভাষার বন্ধ্যা যুগ বা অন্ধকার যুগ বা অনুর্বর যুগ। তাছাড়া ১৩৫০ খ্রী: থেকে ১৮০০ খ্রী: পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে ব্যাপ্ত মধ্য বাংলা ভাষাকেও ভাষাতাত্ত্বিকেরা দুটি কালসীমায় বিন্যস্ত করেন; যথা :

১. আদি-মধ্য বাংলা ভাষা (১৩৫০ - ১৫০০ খ্রী:)

২. অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষা (১৫০০ - ১৮০০ খ্রী:)

উল্লেখিত দুটি স্তরের মধ্যে আমাদের আলোচ্য আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রামাণ্য নিদর্শনটি হল বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য'। মোট তেরোটি খণ্ড এবং 'রাধাবিরহ' নামক আলাদা সমন্বয়ে রচিত বাংলাসাহিত্যের এই প্রথম রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অভিনয়যোগ্য নাটগীতি তথা কাব্যটি অবলম্বনেই আমরা আদি-মধ্য বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ বিচার করবো। —

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক লক্ষণ :

(i) অ, আ-এর পরবর্তী 'ই', 'উ' ধ্বনি ক্রমেই ক্ষীণ হয়।
যেমন আউলাইল > আ^{উ}লা^{ই}ল।

Scanned with CamScanner

(ii) অনুনাসিক ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি লুপ্ত বা ক্ষীণ হয়
যেমন কাহ্ন > কান , আম্হি > আমি।

(iii) শব্দের আদিতে (প্রথমে) থাকা 'অ' কার অনেক সময়ই 'আ - কারে' পরিণত হয়। যেমন অশুভ > আসুভ।

(iv) চন্দ্রবিন্দু (ঁ)-র যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় –
যেমন : এবে > এঁবে , মোর > মোরেঁ ,
ঘোলে > ঘোলেঁ , হৈলে > হৈলেঁ।

(v) শব্দের আদিতে (প্রথমে) থাকা 'ও'- কার অনেক সময় 'উ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন : গোআলা > গুআলি

(২) রূপতাত্ত্বিক লক্ষণ :

(i) কর্তৃকারকে 'এঁ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় :
'সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে,'

(ii) অনুজ্ঞায় 'ইউ'-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় :
'যমুনাক যাইউ রাধা।'

(iii) 'ইল' যোগে অতীত কালের রূপনির্মাণ অন্যতম বৈশিষ্ট্য :
'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে'

(iv) 'ইব' যোগে ভবিষ্যৎ কালের রূপনির্মাণও লক্ষ্য করা যায় :
'ছিড়িআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।"

(v) অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় :
'দধি বিকনী লআঁ হাটে মথুরার'

Scanned with CamScanner